সংবাদ

তারিখ ... 28 MAY 2016 ..
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩ ... .

সরকারের এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আদিবাসী শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বই বিনামূল্যে পেতে যাচ্ছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এনসিটিবির সাম্প্রতিক এক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন। সরকারের এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

এর মধ্য দিয়ে সরকার শাসনতন্ত্রের বিঘোষিত নীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করল। শুধু তাই নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করারও একটি উদ্যোগ এর মধ্য দিয়ে পূরণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষের দীর্ঘদিনের একটি দাবিও এর মধ্য দিয়ে পূরণ হবে।

প্রকৃত শিক্ষা আত্মস্থ করতে হলে ভাষার মাধ্যম হিসেবে শুরুতেই জোর দিতে হবে মাতৃভাষার ওপর। সেই বিবেচনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা নয়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাতেই যদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পঠন-পাঠন হয় তাহলে পরবর্তী জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়াটির ভিত শক্তিশালী হয়। পরেবর্তী শিক্ষার আলোকে নৃগোষ্ঠীর আজকের শিশুরা আলোকিত হয়ে সহজেই জাতীয় মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবে।

একটি জাতির নিরাপত্তা যথার্থ অর্থে তখনই নিশ্চিত হতে পারে যখন সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পার্থক্য থাকার পরেও সর্বস্তরের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে দেশের মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। আর এর প্রাথমিক শর্ত হলো, নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশ এবং মাতৃভাষায় মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করা। সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি এবং গারো ভাষায় পাঠ্যবই প্রকাশ করে আগামী শিক্ষাবর্ষে বিতরণ করবে। আমরা দাবি করব, ক্রমান্বয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সবগুলো ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সরকার প্রকাশ করবে। সরকারের এ উদ্যোগ যেন চলমান থাকে। একই সঙ্গে আদিবাসীদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় পাঠদানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণও দিতে হবে। এজন্য মাল্টিমিডিয়ায় দূরশিক্ষণ ব্যবস্থাও শিক্ষকদের জন্য সরকার চালু করতে পারে। এখানে রাজধানীতে যে ভাষা ইনস্টিটিউট রয়েছে তারাও যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সব সম্প্রদায়কে দেশের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে পারলেই আমাদের গণতন্ত্র, স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে সরকারকে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।